একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The Visionary of Rabindranath on Swadeshi Education

স্বদেশী শিক্ষায় রবীন্দ্রভাবনা

Name of the Author: Dr. Mirza Md. Sabbir

Affiliation: SACT Category 1, Department of History, Purnidevi Chowdhury Girls' College, Bolpur, Birbhum, West Bengal, India

Abstract: During the first decade of the 20th century, Rabindranath Tagore emerged as a pivotal figure in the movement for indigenous education. His journey into educational reform began in Bolpur with the founding of the **Brahmacharya Vidyalaya** at Santiniketan. However, his mission gained intense momentum following Lord Curzon's decision to partition Bengal—a move designed to crush Bengali nationalism.

Tagore stepped into the fray not just as a poet, but as a devoted patriot and freedom fighter. Yet, his approach to liberation was distinct; he distanced himself from the rigid tactics of both the **Extremists** and the **Moderates** of his time.

A Unique Philosophy of Patriotism

Tagore argued that true patriotism was about more than just evicting the British. He believed:

True Ownership: A country does not automatically become "ours" just because a foreign ruler leaves. It must be built and nurtured through the conscious effort of its people.

Educational Foundation: Real independence would only be possible if the nation embraced **Swadeshi education** and promoted learning in the **mother tongue**.

Global Synthesis: His vision was a sophisticated blend of traditional Indian values and modern Western thought.

From Personal Struggle to National Reform

Haunted by his own childhood memories of a "caged" and soul-crushing colonial school system, Tagore used his literature, essays, and journals to advocate for a new educational model. He dedicated himself to designing a system that honored India's heritage and indigenous methods, driven by a profound and lifelong respect for the native language.

Keywords: Rabindranath, Swadeshi, Education, History of Bengal

স্বদেশী শিক্ষায় রবীন্দ্রভাবনা

ড মির্জা মহম্মদ সাব্বির

বাংলাদেশের ইতিহাস ধারায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার নবজাগরণের লালিত সন্তান। পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির ধ্যানধারণার মিশ্রণ ঘটেছিল তার চিন্তাভাবনায়। তাই তিনি হিন্দুসমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সার্থক ছিলেন এবং রামমোহনকে শ্রেষ্ঠপুরুষ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি একদিকে স্বদেশী শিক্ষা অন্যদিকে ইউরোপের ভাবধারায় বাহিত যুক্তিবাদ মুক্তবুদ্ধি স্বাধীনতাপ্রিয় গণতান্ত্রিক ও বিশ্ববোধের প্রগতিশীল চিন্তার অনুগামী ছিলেন। তাঁর স্বদেশচিন্তাস্বরূপ ছিল দেশ থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো এবং দেশের মানুষের শিক্ষা আঙিনায় নিয়ে স্বাধীন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটানো। সেখানে অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় লড়াই করেছিলেন। তবে স্বদেশীতা থাকলেও স্বাধীনতা তাঁর দৃষ্টিতে ছিল আন্তর্জাতিক পটভূমি। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমে দীক্ষা দেশের মধ্যে স্বাধীনচিন্তা ও কর্মের প্রেরণা দেশের মানুষের স্বার্থে সংগঠনমূলক কর্মযোগের প্রবৃত্তি, তিনি অবশ্য অনেকটা রামমোহনের কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

স্বদেশী শিক্ষাভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১২টি নিবন্ধে শিক্ষা বিষয়ে তার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন[1]। সেখানে তার মূল বক্তব্য ছিল জাতীয় শিক্ষা চরিত্র লক্ষ্য ও পদ্ধতি শিক্ষার বাহন রূপে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার উপযোগিতা বা ব্যর্থতা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি ত্রুটি জাতীয় বিদ্যালয় আদর্শ ধর্ম শিক্ষার আবশ্যিকতা। শান্তিনিকেতন আশ্রমে আদর্শ ছাড়াও নারীশিক্ষা ও সর্বজনীন শিক্ষায় বিস্তারিত তার বিবরণ। শিক্ষাব্যবস্থার আঙ্গিক পরিবর্তন করে দিয়েছিল। যা আজও প্রাসঙ্গিক ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার বলেছেন বা যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তা হলো কি করলে বিদেশি চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদেরকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করে শিক্ষা কার্যকে যথার্থভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন পুঁথিগত শিক্ষাগণ্ডির থেকে মুক্ত করতে। তিনি মনে করতেন বিদেশি শিক্ষা আমাদের কোন আত্মনির্ভরশীলতা জাতীয়তাবাদ ও শক্তির সঞ্চয় করেনি, শুধুমাত্র মুখস্তবিদ্যার মাধ্যমে ক্লাস পরিবর্তন হয়েছে। স্বদেশী আমলেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শিক্ষাসংস্কার নিবন্ধন ১৯০৬। এইসময়ে তিনি আয়ারল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে, আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা কোন বিকাশ ঘটাতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল সেখানে মাতৃভাষা শিক্ষা অভাববোধ। যার তাড়না থেকেই তিনি বলেছিলেন মাতৃভাষা বাদ দিয়ে যদি কোন শিক্ষাচর্চা হয় তাহলে সে শিক্ষা সংকটে পড়বে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও শিক্ষা সংকটের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার কখনোই বিরোধী ছিলেন না। তিনি বিজ্ঞানচর্চার ও যুক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আসলে তিনি বিদেশী শাসনে বা উপনিবেশিক ভাষাকে শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করলেও তা যে দক্ষতা তৈরি করতে পারে না তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে টলস্টয়-এর গোজারীসান নামক উপন্যাসের একটি উক্তিকে সম্ভাবনাময় শিক্ষার বিদেশি ভাষার মাধ্যমে শিখলে যে কি ক্ষতি হতে পারে তা তুলে ধরেছিলেন। ১৯০৬ সালে স্বদেশী

আন্দোলনকালে জাতীয় বিদ্যালয় গঠনকালে রবীন্দ্রনাথ আরও তিনটি নিবন্ধ লেখেন। তা হলো: শিক্ষা সমস্যা জাতীয় বিদ্যালয় ও আবরণ। এইসব তিনি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন স্বদেশী ও শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে স্বদেশী ভাষা কত গভীরভাবে যুক্ত। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত ছিল যে ইউরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল শিক্ষা নকল করলেই সেই শিক্ষা মানুষকে বা একটা দেশকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। তাই 'শিক্ষা সমস্যা' নিবন্ধে জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী শিক্ষানীতি উদ্ভাবনের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন[2]।

১৯০৬ সালে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এই কাজ বাঙালির আত্মনির্ভরতা জাগিয়ে তুলবে। এবং জাতির মঙ্গলসাধন হবে এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালীর মননে একটা নির্দিষ্ট চিন্তা ছিল যে উপনিবেশিক শাসক তাদের ভাষা ও শিক্ষা চাপিয়ে এদেশের মঙ্গল করবে। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন আমরা আত্মশুদ্ধির উদ্বোধন ঘটাতে পেরেছি আর আমাদের শিক্ষা বা মঙ্গল এবং চিন্তন বিদেশি শক্তির উপর নির্ভরশীলতা থাকবে না, তথা কমে আসবে। তিনি বলেন যদি উপনিবেশিক শাসনের নির্ভরশীলতা কমাতে পারি, তাহলে আমাদের শক্তি দেশ ও দশের জন্য যে ত্যাগস্বীকার তা প্রমাণিত হবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন, মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকলে শরীরের শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। তেমনি মনের শিক্ষাও পূর্ণতা পায়না। মনের শিক্ষার পূর্ণতা পেতে হলে আমাদেরকে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাচর্চার ভাষা ও দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে। যদি তা ভারতবাসী তথ বাঙালি পারে এই স্বদেশী ভাবনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্রিটিশশক্তিকে আঘাত করবে। তাই তিনি শিশুশিক্ষার মধ্য দিয়েই স্বদেশীভাবনা ও শিক্ষাকে প্রথমে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মনে স্বদেশী ভাবনা মাতৃভাষা গেথে গেলে তার জ্ঞানের খিদে বৃদ্ধি পাবে। আনন্দের সীমানা থেকে মুক্তশিক্ষা গ্রহণ হবে যা হবে সত্যিকারের শিক্ষা শিশুর মনে যদি স্বদেশী ভাবনা মাতৃভাষা ও স্বদেশী শিক্ষা ওঠে তা হলেই শিশুমনকে মুক্তি দিতে পারে।

স্বদেশীভাবনা রবীন্দ্রশিক্ষার অন্যতম আর একটা দিক হলো তাঁর 'আবরণ' নামক নিবন্ধন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ শিশুর মন হয়েছে সেটা কি জানো তফাৎ করিয়া লিখিত হয় সেটা যেন বইয়ের পাতা ও অক্ষরের সংখ্যা তা হাতে ছাত্রের মন যদি পিছিয়ে যায় সে যদি পুথীর গোলাম হয় তাহলে স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অনুভূত হইয়া পড়ে। সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতা চিরকালের মতো হারায় তবুও ইহা বিদ্যা কারণ। ইহা এতোটুকু ইতিহাসের অংশ এতগুলো ভূগোলের পাতা এত একটা অংক এবং এতটা পরিমাণ বিএল। ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্পষ্ট করে স্পষ্ট করেছেন। তার 'তপোবন' নিবন্ধে এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে দেশে শিক্ষার মাধ্যমে শুধুমাত্র কতগুলি লোকাচার সংস্কার বা স্বাস্থ্যের অভিমানকে সীমাবদ্ধ না রেখে। সেটাকে আন্তর্জাতিক তথা ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একটা মিশ্রণ ঘটাতে হবে। যেখানে থাকবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছবি ও চিত্রের যুগবোধের যোগ। তাহলে একজন শিশু তার ভাষা তার শিক্ষা নির্ভরশীল হতে পারবে[3]।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম নিবন্ধ হল 'স্ত্রীশিক্ষা'১৯১১। যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যা কিছু জানবার যোগ্য তাই বিদ্যা তা পুরুষকেও জানতে হবে নারীকেও জানতে হবে। শুধু কাজে খাটাবার জন্য যে তা নয় জানবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেইসময় পুরুষধর্মীয় ও সামাজিকতার মাধ্যমে মেয়েদেরকে শিক্ষার আঙিনার বাইরে রেখেছিল। পুরুষের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল মেয়েরা যদি শিক্ষার আঙিনায় আসে তাহলে ঝাঁটাবটি সিলনোড়ার কাজ কে করবে? এই যুক্তিতে পুরুষেরা মহিলাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই পুরুষের এই মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন মেয়েরা যদি মার্ক্স বা হেগেল না পড়ে তাহলে শিশুদের ভবিষ্যৎ কে গড়বে? সুতরাং শিক্ষা থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা মানে, একটা সমাজকে প্রস্তরযুগে পিছিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে ও পুরুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও ব্যবহারের যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষ পার্থক্য নেই। কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছে। এই সত্যটা মেনে নিয়েই স্ত্রীশিক্ষার উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। 'শিক্ষার বাহন' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মেয়েদের স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করেই স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে। স্ত্রী হওয়া মেয়েদের মা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু দাসী হওয়া নয়। এই সত্যকে সামনে রেখে মেয়েদেরকে সুখদুঃখে পুরুষের সহচরী করে নেয়া বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেন যারা স্থির রেখে তাহাদের নিজের জন্য সৃষ্টি বলে স্থির করে বসে আছে আসলে তারা তাদের আসলে তারা ভাবনায় সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চর্পণ হয়ে বরঞ্চ বেশি এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি শিক্ষা হলে সমাজ সুন্দর হবে এবং সভ্যতা তার সংকট থেকে বাঁচবে যারা রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বারবার আমরা পেয়ে[4]।

'শিক্ষার বাহন' (১৯১৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি না বাংলা কার বাহন হবে কোন ভাষা তা নিয়ে তিনি সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করলেন। এখানে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিল নিয়ে এসেছিল তা তার পছন্দ ছিল না। তাই তিনি তা প্রত্যাখান করেছিলেন গোখলের সঙ্গে কারণ তিনি মনে করতেন যে ভারতে শিক্ষিতলোকের সংখ্যা মাত্র পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ। সেখানে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য ও উপলব্ধ করা সহজ নয়। তিনি বলতে চেয়েছিলেন তা কেরানী তৈরি হতে পারে বা হাতুড়ি পেটাবার মত একজন শিক্ষিত মানুষ তৈরি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে বাঙালি ছেলে ইংরেজিবিদ্যা যতই পাকা হোক না কেন বাংলা না শিখলে তার শিক্ষা পুরো হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দুই ভাষার ব্যবহারকেই মনেপ্রাণে সমর্থন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর বাহিরে যেমন ইংরেজি ভাষা বাহন নির্ভরতা চলছে তা চলুক। তাই বিদ্যালয়ের পরিচালিত অর্জিত নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ তার নিবন্ধে লিখেছিলেন একদল ছিলেন সহমত এই ভাষা শিক্ষায় তারা ইংরেজি ভাষা শিখতে পারেনি অথবা বাংলা ভাষাশিক্ষা ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বলে তাঁর অভিমত ছিল।

১৯১৯ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীভাষা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাদানের যে সমস্যা বা বিশ্ব সমর্থক ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংকটের চরিত্র তিনি বিচার করে মুক্তির পথনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাঁর পথ আজও প্রাসঙ্গিক। 'বিদ্যাসমবায়' নিবন্ধে (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাস ও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস সম্বন্ধে বলতে চেয়েছেন। একচেটিয়া উপনিবেশিক শিক্ষা গ্রহণ করলে ভারতীয় তথা বাঙালিরা জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাবে। জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে বিদ্যাকে স্বতন্ত্রভাবে অর্জন করতেই হবে। কারণ তাঁর মতে বিদ্যা সমবায়ের যুগে পৌঁছে গেছে; তাই তিনি দাবি করেছিলেন এদেশে বিদ্যা সমবায়ের একটা বড়ো ক্ষেত্র চায়। যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান ও তুলনা হবে; যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে। আর তাই তা করতে গেলে সমগ্র করে জানতে হবে। ১৯১৯ সালের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাসসঞ্জাত দৃষ্টি থেকে বলেছিলেন বিদ্বান নদী আমাদের দেশের চার শাখায় প্রবাহিত। বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ ও জৈন। এর উদ্ভব ভারতচিত্ত গঙ্গোত্রীতে; পরে মুসলমান ও পার্সিবিদ্যার স্রোত এই চারবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাই তিনি চেয়েছিলেন আমাদের বিদ্যায়নে এসবকে স্থান দিতে হবে। এবং ১৯১৯ সালের পরে তিনি বিশ্বভারতীতে ১৯২১ তা ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। ১৯২১ সালে 'শিক্ষার মিলন' নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন আজকের দুনিয়ায় পশ্চিমে দুনিয়ার লোক জয়ী হয়েছে তাই পশ্চিমী বিদ্যাকে অবজ্ঞা করা যায় না। বিদ্যাই সত্য। সেই সত্যের জোড়ে পশ্চিমী সভ্যতা বিশ্ব জয় করেছে। অবশ্য সেখানে ছিল জ্ঞানের সাধনার জোর; তারা জাদুবলে বিশ্বজয় করেনি। তাই তিনি ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ও যুক্তিকে আয়ত্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ভারতীয় দর্শনকেও স্মরণ করতে বলেছিলেন।

স্বদেশী শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার অন্যতম একটি নিবন্ধ হল 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন তক্ষশিলা নালন্দা বিক্রমশীলার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের মাটিতে জন্ম হয়নি ভারতের মাটি থেকেই তার উদ্ভব হয়েছিল। তাই, স্বদেশীশিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞানচর্চা করা যায় তা তিনি বারবার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন। তার আদর্শিত পথেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থান করে দিয়েছিলেন। এবং গবেষণা বিভাগ খুলে দিয়েছলেন। যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং স্বদেশী ভাবনার একটা উন্নত স্থান দিয়েছে। ১৯৩৩ সালে 'শিক্ষার বিকিরণ' নিবন্ধে জনশিক্ষার ইতিহাসএর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন জনশিক্ষাব্যবস্থা যদি দেশের মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত না থাকে তাহলে সে শিক্ষা শুধুমাত্র দর্শনীয় হবে চিত্তাকর্ষক হবে না। তাই পালাগান বা কীর্তনের মধ্য দিয়ে সারাদেশে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ছড়াতে চেয়েছিলেন। এরপরে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। যেখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনে তাঁর চেষ্টা ছিল তিনি মনে করতেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিগুণ মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে যেখানে প্রাচীন ভারতের জীবনচর্চা চর্চিত হবে। তাই, একদা তিনি বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মাতৃভাষাশিক্ষা ও মুক্তবিদ্যালয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছিলেন[5]।

১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মননে তাঁর চিন্তায় তাঁর ভাবনায় শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে 'শিক্ষার সর্বাঙ্গীকরণ' নিবন্ধ লিখেছিলেন। যেখানে তাঁর ভাবনা ছিল মাতৃভাষার ভাবপ্রকাশের সুযোগ ও অধিকার মানুষের জীবনকে আরো সুন্দর করে তোলা, নিজের ভাষার চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা সাজিয়ে তোলার আনন্দে তিনি মাতৃভাষাকে একটা অভ্যাসে পরিণত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষপর্বে আক্ষেপ করে বলেছিলেন শিক্ষাকে আমরা বহন করিলাম বাহন করিতে পারিলাম না। অথচ তিনি বলতে চেয়েছিলেন শিক্ষা হলো মাতৃভাষায় মাতৃদুগ্ধ। তাই তিনি বারবার জোর দিয়েছিলেন সার্বজনীক আবশ্যিক শিক্ষা যেখানে শিশুকাল থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে তার মনের পরিণতি ঘটবে। স্বদেশীভাবনা ও দেশীয়সভ্যতা, ইংরেজিভাষা পেটাই করা বিশ্ববিদ্যালয় বিজাতীয় ভাববহন করাকে দুর্ভাগ্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। ভালো করে বাংলা শেখা ধারাটি ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি সাহস করে একথা বলতে চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা চিরকাল অথবা দীর্ঘকাল পরানো থাকবে তাহলে সে ভাষা পাঠ্যপুস্তকে এবং দেশে একইভাবে দীর্ঘস্থায়ী লাভ করতে পারবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষায় মাতৃভাষা বাংলাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এমনকি ইংরেজিভাষায় ব্যাকরণশিক্ষাও তিনি দিতে বলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে। তিনি বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা ব্যাকরণকৌমুদী বারবার ছাত্রদের পড়তে বলতেন। রামমোহনের চিন্তাভাবনা ছাত্রদের মধ্যে তিনি ভাবিত করতেন।

মূলত দুইটি প্রধান কারণে রবীন্দ্রনাথ এদেশে ইংরেজদের শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাকে গণ্য করেছেন। এক নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অন্তঃসাশূণ্য এবং মানসিক শক্তিবিনাশকারি ও নিরানন্দ। এই শিক্ষানীতি যা জীবন ও প্রকৃতিবিমুখ যা মানুষ তৈরি করতে পারে না। কেরানি তৈরি করতে পারে তাই রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশী শিক্ষা ভাবনায় বারবার মাতৃভাষা ও জাতীয় শিক্ষার কথা বলেছিলেন। যেখানে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠনের উপরে জোর দিয়েছিলেন। স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর মননে স্থান পেয়েছিল বিভিন্ন পত্রের পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়করণ তথা মাতৃভাষার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। স্বদেশী শিক্ষায় শিশুশিক্ষা এবং নারীশিক্ষা ছিল তাঁর অপর সৌন্দর্য যা উপনিবেশিক শাসকেরা পর্যন্ত তাঁর ভাবনাকে সম্মান করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বদেশী ভাবনায় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টিকর্ম যা আজও প্রাসঙ্গিক ও প্রশংসনীয়। তাঁর স্বদেশীভাবনায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ পঠন-পাঠন প্রভৃতি স্বদেশী সার্বজনের গৌরবান্বিত করেছে। তাঁর শিক্ষাচিন্তার এই পর্যালোচনা থেকে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি কর যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক ভাবনায় তাঁর সাহসিকতা তাঁর আধুনিকতা তাঁর উদারতা তাঁর স্বদেশপ্রেম ও আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় পাই। এবং তাঁর ভাবনায় ফুটে উঠেছে যত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করতে পারে না - যদি শিক্ষার মধ্যে স্বদেশিকতা না থাকে, মাতৃত্ব না থাকে। তাহলে সে শিক্ষা সংস্কৃতিহীন হয়ে পড়বে। শিক্ষার আঙিনায় যদি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমানভাবে এগিয়ে যেতে না পারে তাহলে সে সমাজ অন্যান্য সমাজ এবং সভ্যতা থেকে হয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। নতুবা এতটা পিছিয়ে পড়বে যা কোন সুসম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক কাঠামো তৈরি করতে পারবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে

বারবার শিশুশিক্ষা নারীশিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার কথা তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ উপন্যাস কবিতা প্রভৃতিতে তুলে ধরেছিলেন।

তথ্যসূত্র

1) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সমবায়২, সমবায়নীতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, খন্ড ১৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা৩১৯

2) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, দেশের কাজ, পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী খন্ড১৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা৩৬৭

3) মজুমদার নেপাল, ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১মখণ্ড)

4) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা২৫৬

5) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, নৈবেদ্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, খন্ড ৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা২৯৯